আল্লাহ কি ভুল করেন ? কোরানে কি ভুল নেই?

মোঃ আমিন তালুকদার (জনি){ডাকুলা}
jonydracula@yahoo.com

আমার লেখাটি যারা পরেছেন প্রথমে তাদের ধন্যবাদ জানাই। এবং মুক্তমনা'কে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার লেখাটি (?) এত উচু মানের বড় লেখকদের সাথে স্থান দেবার জন্য। আমার বিজ্ঞান বা সাহিত্য সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তাই হয়তো আমার লেখা যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি হয়না এবং লেখার মাঝে অসংখ্য ভুল ত্র"টি থাকে। সেসব ভুল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং ভুলগওলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর অনুরোধ রইলো।

. মো: আমিন তালুকদার (জনি)(ড্রাকুলা)

৩য় পর্ব

পুর্ব প্রকাশের পর..

৮। সর্বশক্তিমান নয় দুর্বল আল্লাহ্।

আকাশ বা আসমান সম্পর্কে কোরানে উলে-খ আছে অনেক র"পকথার, যা গল্প হিসেবে শুনতে দার"ন ভাল লাগে কিন্তু কেউ যদি এসব র"প কথাকে সত্যি বলে দাবি করে তখনি যত সমস্যা। যেমন:-

> "উহার(আসমানের) সাতটি দরজা আছে।প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল(পাহারাদার) আছে।"
> - সুরা হিজর:৪৪।

আমদের সাত আসমানের সাতটি দরজা আছে এবং সে সাতটি দরজা প্রতিটিতে আল-াহ্ একজন একজন করে নয়, দলে দলে পাহারাদার রখেছেন। আল-াহর এত ভয় কিসের? সিংহ যদি ইদুরের মত ভয়ে ভিতু থাকে তাহলে সে পশুরাজ হয় কিকরে?

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত তরল পদার্থ হতে, তাকে পরিক্ষা করার জন্য।"

- সুরা দাহর:২।

মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পরিক্ষা করার জন্য তাই তাকে বাধ্যহয়ে অবশ্যই মাঝেমাঝে পৃথিবীতে নামতে হয় এসব দরজা ব্যবহার করে। সাত আসমানের উপর থেকে যে মানুষের কার্যাবলী আসলেই দেখা সম্ভবনা এটিই তার প্রমান, তাও যদি আস্কি মহল অস্বিকার করেন তাহলে নিম্নের আয়াতটি এর আরো একটি উদাহরন-

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যের তথ্য সংগ্রহকারী সম্মানিত লেখকগন, উহারা জানে তোমরা যা কর।"

- সুরা এনফেতার:১০-১২।

অর্থাৎ আল-াহ সেই সাত আসমানের উপর থেকে নিচে(পৃথিবীতে) না নেমে জানতে পারেন না মানুষের কার্যাবলী সমন্ধে তাই সে কতগুলো লেখক নিয়োগ দিয়েছেন মানুষের জন্য।

৯। ভাষাগত সমস্যা:

"দয়াময় আল-াহ্ই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাষা শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশের জন্য।"

- সুরা আর রহমান:১-৪।

আমরা জানি পৃথিবীর বয়স ৫.০০০ মিলিয়ন বছরেরও বেশি এবং মানুষ এর আর্বিভাব হয়েছে ২ মিলিয়ন বছর আগে, কিন্তু তারা র্বতমান মানুষের মত ছিলনা। তার আরও পরে অর্থাৎ বর্তমানের ২০.০০০ বছর পুর্বে আধুনিক মানুষের যুগ শুর" হয়। আদিম মানুষের তখনকার যুগকে বলা হত "প্রস্র যুগ"। ধারনা করা হয় এই যুগ শুর" হয় প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর আগে।এর স্থায়িত্ব কালছিল খ্রিষ্টপুর্ব ৩৫০০অব্দ ,অর্থাৎ এখন থেকে ৫৫০০বছর পুর্ব পর্যন্ত।এই যুগের শেষের দিকে মানুষ অল্প অল্প ভাষা ব্যবহার করতে শিখে। এখানে লক্ষনিও যে,কোরানের বয়স মাত্র ১৪০০।এর আগে অর্থাৎ ৪১০০বৎসর আগে মানুষ অল্প অল্প ভাষা শিখলো কিভাবে? কোরান অবতীর্ন হওয়ার আগে মানুষ হিন্দু,বৈদ্ধ,খ্রিষ্ট ধর্ম পালন,প্রচার ও পুজা করতো কিভাবে?অর্থাৎ কোরান অবতীর্ন হওয়ার আগে থেকেই মানুষর কথা বলতে শিখে। যেখানে উলে-খ করেছেন যে আল-াহ্ মানুষকে কোরান শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভাষা শিখিয়েছেন ভাব বিনিময়ের জন্য।যদি আল-াহই ভাষা শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে দুই(২)মিলিয়ন বছর আগে কেন দেননি? কেন মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় এক বিশাল সময়ের ব্যাবধানে ভাষা আবিষ্কার করেছেন? আর আল-াহ্র কথা অনুযায়ীতো সবার আরবী ভাষায় ভাববিনিময় করার কথা। তাহলে বর্তমানে ২৫০০ এরও বেশি ভাষা প্রচলিত কেন? কোরানের এসব অসংগতি দেখে কি আল-াহ্ ও কোরানের প্রতি অবিশ্বাস জাগে না?

১০। আল-াহ্ কি আমাদের ভালবাসেন?

আস্কিগন মনে করেন এবং বেশ জোর দিয়ে বলেন যে আল-াহ্ আমাদের তথা মানুষকে ভালবাসেন এবং আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। আসলে কি তা? বাস্বতার দিকে লক্ষ করে দেখলে যে চিত্র ফুটে উঠে তা হ"ছ আল-াহ্ মানুষের কল্যাণ কখনোই চায়না তাই তিনি মানুষদের বিভিন্ন রোগে (এইড্স,ক্যান্সার,পে-গ) মানুষকে কষ্ট দেন। যেহেতু আল-াহ্ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই সেহেতু তিনি ছাড়া অন্য কেউ এসব রোগ সৃষ্টি করতে পারেননা, আর এসব যদি শয়তানের দোষ বলে দাবি করি সেক্ষেত্রেও আল-াহ্ দায়ি কেননা শয়তান আল-াহ্র হুকুম ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করবে কিভাবে? এবং শয়তানই যদি রোগ জীবানু গুলোর সৃষ্টিকর্তা হয় তাহলে আল-াহ্ এক মাত্র সৃষ্টিকর্তা কিকরে হয়? এছাড়াও মানুষের মনে ঘৃনা ও অসৎ কাজ করার মনভাব সহ যত ক্ষতিকর মনের প্রবিতৃগুলো যদি আল-াহ্ আমাদের মাঝে না দিত তাহলে আমাদেও এত অধঃপতন হত না। সুতরাং বলা যায় আল-াহ্ আমাদের ভালবাসেননা এবং মঙ্গল কামনা করেননা।

১১। মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

মুসলিম জাহানের একচেটিয়া একজন মহামানব তারমত ২য় কোন মহামানব নেই। তিনি ছিলেন আল-াহ্ প্রেরিত শেষ রসুল। মুসলিমরা তার দেখানো পথে চলে। তাকে মহামানব হিসেবে মেনে নেয়ার আগে তার জিবনের কিছু আদর্শ(?) আমাদের জানা প্রয়োজন। তার জন্ম, বেড়ে ওঠা, কৈশর ইত্যাদি বাদ দিয়ে কিছু কুৎসিক অধ্যায় দেখি ঃ—

কোন শিক্ষক যদি নিজে ৫টা বিয়ে করে তার ছাত্রদের উপদেশ দেয় ১ টি বিয়ে করার তাহলে প্রথমেই সে শিক্ষক সম্পর্কে আপনার কি মন্ব্য করতে ই"ছ করবে? অথবা কোন ব্যাক্তি যদি যৌনতার দিক দিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যান এবং তার মাঝে সংযমের কোন বাধ না থাকে অথচ আপনাকে যদি বলে সংযমী হতে সেক্ষেত্রে তার সম্পর্কে আপনার কি মন্ব্য করতে ই"ছ করবে? এরকম একজন অসংযমি এবং নারী প্রেমিক আমাদের হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- (তার নামের সাথে মনে হয় ইংরেজিতে Playboy যোগ করলে ভালো হত!)

তিনি ২৫বছর বয়সে বিয়ে করেন এক ৪০ বছর বয়স্কা **খাদিজা (রাঃ)** কে। এবং এর আগে খাদিজা (রাঃ) 'র দু'বার বিয়ে হয়েছিল। হযরত এ বিয়ে করেন খাদিজা (রাঃ)'র সম্পত্তি পাওয়ার আশায়।

এরপর তিনি বিয়ে করেন ৫১ বছর বয়সে ৫৫ বছর বয়স্কা **সওদা (রাঃ)** কে। এবং ইনিও এর আগে বিয়ে করেছিলেন।

নবুয়তের দশম মাসে **আয়শা (রাঃ)** এর সাথে হযরতের আক্দ এবং হিজরী ২য় বর্ষে বিবাহ হয়। আয়শা (রাঃ) 'ই হযরতের স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র কুমারী ছিলেন। আয়শাকে তিনি বিয়ে করেন যখন আয়শার বয়স ছিল মাত্র ৬। আয়শা মুহম্মদের গৃহে প্রবেশ করেন তাঁর ৯ বছর বয়সে। মুহম্মদের বয়স তখন ৫৪।

বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পর হযরত উমর (রাঃ) এর কন্যা **হাফসা (রাঃ)** কে হযরত বিয়ে করে। হাফসা (রাঃ) ও আগে বিবহিত ছিল।

ওয়েদের যুদ্ধে আব্দুল-াহ ইবনে জাহাশ নামের এক সৈনিক শহীদ হলে তার বিধবা স্ত্রী **জয়নব (রাঃ)** কে হযরত বিয়ে করেন। হযরতের সাথে বিবাহের আগে জয়নব (রাঃ) 'র ২টি বিবাহ হয়েছিল।

একই যুদ্ধে (ওয়েদের) আব্দুল-াহ ইবন আবদিল আসাদ নামক অপর এক ব্যাক্তি শহীদ হলে তার বিধবা স্ত্রী **উম্মে সালমা (রাঃ)** কে হযরত বিয়ে করেন।

হিজরীর পঞ্চম সনে হযরতের পালক পুত্র জায়েদ বিন হারিসার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী **জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)** কে বিয়ে করেন।

ঐ বছরই মুরাইসীর যুদ্ধে বনী মুত্তালিক গোত্রের প্রধানের কন্যা **জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রাঃ)** বন্দি হন এবং হযরত তাকে বিয়ে করেন। এখানে উলে-খ্য যে এ যুদ্ধেই(মুরাইসীর যুদ্ধে) জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রাঃ) এর স্বামী শহীদ হন। ষষ্ঠ হিজরীতে খালেদ বিন ওয়ালিদের খালা **মায়মুনা (রাঃ)** কে হযরত বিয়ে করেন। মায়মুনার (রাঃ) এর আগে ২টি বিবাহ হয়ে ছিল।

খাইবা বিজয় করার পর ইহুদী কন্যা **সাফিয়া (রাঃ)** কে সাবিহা নামক স্থানে হযরত বিয়ে করেন। আগে সাফিয়া (রাঃ) 'র দু'বার বিয়ে হয়েছিল।

খাইবা থেকে মদিনায় ফিরে **উম্মে হাবিবা (রাঃ)** বিয়ে করেন। এবং তারও আগে বিয়ে হয়ে ছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরীতে **রেহানা (রাঃ)** কে হযরত বিয়ে করেন। রেহানা (রাঃ) ও আগে বিবহিত ছিল।

এগুলোতো ছিল তার বিবাহের আংশিক বিবরণ, হয়তো পুরো ইতিহাস জানা সম্ভব হলে এরকম আরো অনেক স্ত্রী'র সন্ধান মিলবে।

এছাড়াও মুসাইক নামক এক রাজাকে হযরত ইসলাম ধর্ম গ্রহনের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠান। সে রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহন না করে হযরতকে ধন্যবাদ জানিয়ে হযরতের উদ্দেশ্যে কিছু উপহার সামগ্রী এবং ২জন খৃষ্টান রমনী পঠান। এ দুজনের মধ্য থেকে হযরত নিজের জন্য **মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)** কে রাখেন এবং শিরিন নামক অপর রমনীকে হযরতের এক সাহাবীর নিকট পাঠান। মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) কে হযরত বিয়ে না করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রাখেন।

- এ যেন কোন রাজার জীবনি। আনেক গুলো বউ এবং একজন বাইজি (Prostitute) ।
-

তার ২৫ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত একটি স্ত্রী যথেষ্ট ছিল কিন্তু অন্যান্য পুর"ষের মত বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছিল

বলে ধারনা করলে তা কি খুব বেশি অন্যায় হবে?

চলবে...

১৪.০৭.০৪

Johny Dracula

A anti-crist